কাঠগড়ায় জ্যাকসন

প্রমা পারমিতা

আইকন বলতে যা বোঝায় মাইকেল জ্যাকসন ঠিক তাই। ইউরোপ-আমেরিকা তো বটেই, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার যেকোনো প্রান্তে মাইকেল যেন দেবতা। মাইকেলের নাম শোনেনি, গান শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই দেবতাসম মাইকেলই এমন কাজ করেছেন, নিন্দার ঝড় উঠেছে দুনিয়াজুড়ে।

সম্প্রতি ১৩ বছরের অপর এক কিশোর মাইকেলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনে শারীরিক সম্পর্কের। এই কিশোর একজন সাবেক ক্যান্সার রোগী। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সানতা মারিয়াতে মাইকেলকে আসামি করে একটি ক্রিমিনাল ট্রায়াল বসানো হয়। ছেলেটির অভিযোগ, মাইকেল তাকে অ্যালকোহল দিয়েছে, পর্ণোগ্রাফি দেখিয়েছে এবং মৈথুনে বাধ্য করেছে।

২০০৩ সালে মার্টিন বশির মাইকেল জ্যাকসনকে লাইম লাইটে আনার উদ্দেশ্যে তার ওপর একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। এর ফল হয়েছে বিপরীত। এখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানতে পেরেছে, ৪৪ বছর বয়সে তিন সন্তানের বাবা হবার পরও মাইকেল ছোট ছেলেদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করতে চায়। মাইকেল জ্যাকসনের এই ট্রায়াল আমেরিকার অনেক স্যাটেলাইট চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচার করে। আদালতে তার ৩০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের কথাও উঠে আসে। তার পরিবার অবশ্য প্রথম থেকেই পুরো বিষয়টিকে একটি বিশাল চক্রান্ত হিসেবে দাবি করে আসছে। মাইকেলের ভাই, জারমেইন তার বিরুদ্ধে এই ট্রায়াল বন্ধ করার জন্য প্রায়ই বিভিন্ন উকিলের পরামর্শ নেন। মাইকেল মিডিয়াকে জানান, কিছু দুষ্ট মানুষ তার ব্যবসার ক্ষতি করার জন্য এ ধরনের অভিযোগ এনেছে।

জ্যাকসনের উকিল নোভেল তাকে পরামর্শ দেন একটি লাই ডিটেক্টর পরীক্ষা নেবার জন্য। পরে ট্রুথ সেরাম নিয়ে সম্মোলহন করার পর সেটা ভিডিও করে সম্প্রচার করলেই মাইকেলের পথে আর কেউ কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অবশ্য মাইকেল এসব কথায় রাজি হননি। তার মতে, এসব তার ধর্মের বিরুদ্ধে।

মাইকেল বলেন, তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ শুধু বর্ণবাদের কারণে আনা হয়েছে। নেলসন ম্যান্ডেলা, জ্যাক জনসন, মুহাম্মদ আলী ও জোস ওয়েন্সের মতো মানুষেরা এর শিকার হয়েছেন। তাদের কাছ থেকেই মাইকেল এসবের মোকাবেলা করার শক্তি পাচ্ছেন।

জ্যাকসনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন মেরি

অর্থ ও খ্যাতি মাইকেল জ্যাকসনকে আজ কোথায় পৌঁছে দিয়েছে, তার এই ট্রায়ালের পুরো ব্যাপারটা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। মাইকেল যত অপরাধই করুক না কেন, তাকে কখনোই কেউ এ সম্পর্কে বেশি কিছু করতে পারছে না। কারণ একটাই, 'আসামি তো মাইকেল জ্যাকসন! বাদী পক্ষ থেকে অভিযোগকারীরা যতই এসে কাঠগড়ায় সাক্ষী দিক না কেন, মাইকেলের যেন এতে কখনোই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মাইকেলের এবারের অভিযোগকারী সেই ১৩ বছরের বালকটির আত্মবিশ্বাস দেখে বাদীপক্ষ এবার বেশ আশান্বিত হয়েছিলো। বাদীপক্ষের উকিল মৈ স্লেডন মাইকেলের অন্য শিকারদেরও সাক্ষী হিসেবে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এদের বেশির ভাগ পরিবারকেই মাইকেল ও তার চ্যালারা টাকা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে অসহায় করে ফেলেছিলো। তাই অন্য কোনো উপায় না পেয়ে শুধু ঐ ছেলেকে কেন্দ্র করেই বিচার শুরু হয়।

বিচারের দ্বিতীয় দিন সবাই মাইকেলের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কোর্ট রুমে তাকে উপস্থিত দেখা যায়নি। বিচারক রডনি মেলভিল সাধারণত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিবাদী পক্ষের উকিল মেসেরুকে জিজ্ঞেস করেন, 'মাইকেল এখানে নেই?' মেসেরু উত্তরে বলেন, 'নো, ইউর অনার, মিস্টার জ্যাকসন তার গুরুতর পিঠের ব্যথার কারণে এখনো সানতা ওয়াইনেজের কটেজ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তিনি শীঘ্রই এসে পড়বেন।' মেলভিল যথাসম্ভব ক্ষেপে গিয়ে মাইকেলকে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্ট পাঠাবেন বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। মেসেরু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে মাইকেলকে শিগগিরই আসার জন্য আদেশ করেন। এর ৮-১০ মিনিট পর মাইকেলকে কোর্ট রুমে দেখা যায়। তখনও তার পরনে হাসপাতালের নীল পাজামা। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে মাইকেলের আদৌ সে দিন উপস্থিত থাকার কথা ছিল না। মাইকেলের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সেই ছেলেটি সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেসব কথা বলেছে, তা শুনে যেকোনো সুস্থ, রুচিশীল মানুষেরই পিলে চমকে যাবার কথা। ছেলেটির ভাষ্য, মাইকেল তাকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্যে উৎসাহী করা ছাড়াও প্রায়ই গোপন একটি ওয়াইন সেলার থেকে অ্যালকোহল নিতেন। এরপর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সেসব খাওয়াতেন। ছেলেটি এও স্বীকার করে যে, মাইকেল তাকে অনেক দামী উপহার দিতেন। একবার তাকে একটি মেয়েপুতুলের সঙ্গে মিলিত হবার অভিনয়

করে দেখিয়েছেন। এছাড়াও তাকে বিভিন্ন সময় পর্ণোগ্রাফি দেখাতো।

তবে বিবাদী পক্ষের উকিল মেসেরু ছেলেটিকে এমনভাবে জেরা শুরু করে যে, ছেলেটি খুব ভয় পেয়ে যায়। পরদিন যখন বিচারের সময় ছেলেটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তখন সে বলে, মাইকেল তাকে যেসব কথা বলেছিল তা খুবই স্বাভাবিক এবং এমন উপদেশ নাকি ওর দিদাও মাঝে মাঝে ওকে দিয়েছে। এরপর মেসেরু আরো জেরা করার ফলে শেষ পর্যন্ত ছেলেটির একেবারেই অসহায় অবস্থা হয়ে যায়।

একজন বিশেষজ্ঞ এরপর জানান, ২-৬ শতাংশ শিশু তাদের ওপর ঘটে যাওয়া যৌন অত্যাচার সম্পর্কে মিথ্যে বলে থাকে।

বিচার চলাকালীন বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিল স্নেডন ও রবার্ট স্যাঙ্গারের মধ্যে এতোটাই শত্রুতার সৃষ্টি হয় যে, এক সময় বিচারক তাদের দু'জনকে অবসরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। স্নেডনের জায়গায় আসেন তার ডেপুটি জনেন। তিনি এ বিষয়ে এক্সপার্ট। তিনি বিবাদী পক্ষের সাক্ষী ওয়েড রবসনকে এমনভাবে তার প্রশ্নের ফাঁদে ফেলেন, যা কোর্টরুমে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ওয়েড রবসন মাইকেলের বেশ পুরনো বন্ধু। রবসনের সঙ্গে মাইকেলের দৈহিক সম্পর্ক হয় রবসনের ৭ বছর বয়সে। তবে ২২ বছর বয়সী রবসন কখনোই সে কথা স্বীকার করেননি। সাবেক গৃহকর্ত্রী ক্ল্যাঙ্গ ফ্র্যানসিয়া (যার ছেলের সঙ্গেও মাইকেল পরে সম্পর্ক করেন) সাক্ষ্য দেন, একবার মাইকেল আর রবসনকে একসঙ্গে গোসল করত দেখেছেন। মেসেরু রবসনকে জিজ্ঞেস করেন, "যদি তুমি মাইকেল জ্যাকসনকে চিনে থাকো একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে, তাহলে তোমার কি কোনো সন্দেহ হবে যে মাইকেল প্লেবয় ম্যাগাজিন বা এ ধরনের পত্রিকা পড়ে থাকেন?' রবসন 'না' বলে। যখন ফ্রেডনের পালা আসে, তখন তিনি প্রথমেই মাইকেলের কালেকশন থেকে আনা 'বয়েজ উইল বি বয়েজ' একটি বড় ছবির বই বের করে নিয়ে আসেন। সেখানকার একেকটি পাতা খুলে উলঙ্গ পুরুষের ছবি দেখান। রবসনকে এগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন। 'তোমার কি একটুও চিন্তা হবে না যদি কেউ এ ধরনের একটি বই সঙ্গে নিয়ে কোনো দশ বছরের বাচ্চার সঙ্গে বিছানায় যায়?' রবসন তখন বলে, 'হ্যাঁ আমার তো তাই মনে হয়।' এভাবে যতবারই মেসেরু আসামিকে নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, ততবারই জোনেন আরো একটি বই নিয়ে হাজির হন। বাদী পক্ষের মত অনুযায়ী, বাচ্চাদের জন্য নেভারল্যান্ড নামে মাইকেল জ্যাকসন যে স্বপ্নপুরীটা বানিয়েছেন, সেটা শুধু তাদের প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছে আনার জন্য।

মাইকেল জ্যাকসনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে যেসব ছেলেকে দেখা যায়, তাদের সবার চেহারায় যে এতোটা মিল সেটা সবাইকে অবাক করে দেয়। এদের একজনের সঙ্গে অন্যজনকে খুব সহজেই মিশিয়ে ফেলা যায়। এদের সবাই সুদর্শন, কালো চোখ, কালো চুল। সবাই কিশোর বয়সী। এদের মধ্যে শুধু সাবেক শিশু অভিনেতা ম্যাকোলে কালকিন দেখতে ভিন্ন ও বিবাদী পক্ষের। অন্য সবারই পরিবারে অশান্তি ছিল।

সব শেষ অভিযোগকারীর মা আদালতে প্রথম দিন সাক্ষী দিতে এসে ভয় পেয়ে একেবারেই ভেঙে পড়েন। এর মধ্যে বিবাদী পক্ষ একটি ভিডিও'র ব্যবস্থা করে এবং পরে সেটা কোর্টরুমে তিনবার দেখানো হয়। সেখানে ছেলেটির মাকে অত্যন্ত হাসি-খুশি দেখা যায় এবং তিনি অকপটে মাইকেলের পক্ষ হয়ে তার গুণগান গাইতে থাকেন। এ ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আদালত থেকে বরখাস্ত করা হয় একজন মিথ্যেবাদী হবার কারণে। পরে ওই মহিলা বাইরে এসে স্বীকার করেন যে মাইকেল ও তার সঙ্গীরা তাকে ভয় দেখিয়ে ভিডিও করাতে বাধ্য করেন।

এ রিবিউটাল ভিডিও'র ঘটনার পর বিবাদী পক্ষ অনেক দূর এগিয়ে যায়। এই ভিডিওতে আরেকজন নারী, যিনি মাইকেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি হচ্ছে ডেবি রো। মাইকেলের দ্বিতীয় সাবেক স্ত্রী। তিনি পরে বাদী পক্ষের কাছে গিয়ে স্বীকার করেন, তিনি ভিডিওতে যেসব বলেছেন সেগুলো সত্যি নয়। ডেবি বাদী পক্ষের ভয়ে মাইকেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবেন বলে রাজি হন। ১৯৯৯ সালে ডেবি মাইকেলকে ভয় দেখিয়ে ডিভোর্স নেন। তিনি বলেন, তা না হলে সবাইকে মাইকেলের গোপন সব কথা বলে দেবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে- ডেবি বলেন, বাচ্চাদের ৩-৪ বছর হবার আগে কখনো তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি এবং দেখা করানোর পরও মাইকেল বাচ্চাদের কাছে তাকে ওদের মা বলে পরিচয় দেননি। তবে বিচারের সময় কোর্টরুমে ডেবি'র হাবভাব বাদী পক্ষের কাছে তেমন সুবিধার মনে হয়নি। কারণ তিনি তার নাম বলেন ডেবোরা রো জ্যাকসন। পরদিন কোর্টে যা হবার নয় তাই হলো। ডেবি অকপটে মাইকেলকে একজন অসাধারণ মানুষ, একজন আদর্শ পিতা নানা প্রশংসা করে বিবাদী পক্ষের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করে। এরপর ডেবির মতো অনেকেই এসেছিলেন বাদী পক্ষের সাক্ষী হয়ে, যারা বিবাদী পক্ষের সাক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

এরপর মাইকেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি অবৈধভাবে মাদক সেবন করেন। এ বিষয়টিকে বিবাদী পক্ষ খুব সহজেই মাইকেলের মেডিকেল প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। পুরো বিচারে শুধু একজন কিশোর ছিল। মাইকেলের সাবেক গৃহপরিচারিকার ছেলে জেসন ফ্রানসিয়া, যে শেষ পর্যন্ত তোর কথার নড়চড় হতে দেয়নি। সে সাত বছর বয়স থেকে ঘটে আসা মাইকেলের সঙ্গে সব ঘটনা আদালতে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে। এক সময় আবেগপ্রবণ হয়ে সে কেঁদেও ফেলে। কিন্তু তখন এই অসহায় কিশোরটির কথা শোনার মতো ধৈর্য কারো ছিল না। যে ছেলেটি তার জীবনের সবচেয়ে গোপন, সবচেয়ে সংবেদনশীল কথাটি সবার সামনে খুলে বললো, তখন তার প্রতি সমবেদনা জানানোর চাইতে উপস্থিত সবাই মাইকেলকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ইউরোপ-আমেরিকা তো বটেই, এশিয়া কিংবা আফ্রিকার যেকোনো প্রান্তে মাইকেল যেন দেবতা। মাইকেলের নাম শোনেনি, গান শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সেই দেবতাসম মাইকেলই এমন কাজ করেছেন, নিন্দার ঝড় উঠেছে দুনিয়াজুড়ে। ...সম্প্রতি ১৩ বছরের অপর এক কিশোর মাইকেলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনে শারীরিক সম্পর্কের। ছেলেটির অভিযোগ, মাইকেল তাকে অ্যালকোহল দিয়েছে, পর্ণোগ্রাফি দেখিয়েছে এবং মৈথুনে বাধ্য করেছে...